ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-৫৭
আগরতলা, ০৭ মার্চ, ২০১৯

অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের দিবস

নীতা সরকার

বছর ঘুরে আবার যেমন বৃক্ষলতায় নতুন কুঁড়ি দেখা দেয়। কোকিলের কুহু তানে আকাশ মুখরিত হয়। দক্ষিণা বাতাসে নব বসন্তের আহ্বান শোনা যায়। তেমনি বছর ঘুরে এল ৮ মার্চ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯। আন্তর্জাতিক নারী দিবস মানে সমাজে নারীকে তাঁর সম্ভাবনা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দিবস। অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের দিবস। তাঁর এগিয়ে চলার প্রতিজ্ঞাকে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করার দিবস। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ জুড়ে বিচরণ করে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার দিবস। এ দিবসকে সমানে রেখে নারী আজ এ বিশ্বের সর্ব সৃষ্টিতেই প্রায় সমভাগের অংশীদার। তবে এই অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে এ যুগের নারীদের প্রাচীন যুগের সতী, সীতা, সাবিত্রী, খনা, মনসা, বেহুলাদের মতো একা যুদ্ধ করতে হয় না। এ যুগের নারীদের লড়াইয়ের পাশে রয়েছেন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অঙ্গীকার সরকারি বিভিন্ন সহায়তা, প্রকল্প এবং নানা উৎসাহ উদ্যোগ আয়োজন। সেইরূপ প্রকল্পের মধ্যে আমাদের সরকার নারী কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্ধনা যোজনা, সবলা প্রকল্প ইত্যাদি। এছাড়াও আজকের নারী সমাজের পাশে রয়েছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংস্থাও। তাইতো নারীরা আজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। সে এগিয়ে চলা দুর্বার ও নির্ভয়। বাংলার রঞ্জু চক্রবর্তীর মতো সাধারণ ঘরের মেয়েরা দুর্গম গিরি শৃঙ্গে বারবার আরোহন করে থাকেন। কল্পনা চাওলা ও সুনীতি ইউলিয়ামের মতো মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ মহাশূণ্যে হারিয়ে যেতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের কথা আমরা সবাই জানি। তাকে অনুসরণ করে আজ আরও অনেকে দীপা কর্মকার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এও আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সার্থকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এমনিভাবে প্রতিদিন এ বিশ্বের নারীরা নানা শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। নিজের স্থান করে নিয়েছেন অফিসে আদালতে কম্পিউটার টেবিলে, সাংবাদিকের কলমে, নানা কারিগরি প্রকৌশলে, চিকিৎসকের আসনে, বিমানের ককপিটে পাইলটের আসনে, সেনাবাহিনীতে, খেলার মাঠে কিংবা নাটকের মঞ্চে, চলচ্চিত্রের পরিচালন শিল্পে, আরও কত কি-বলে বলে শেষ করা যাবে না। এক কথায় সর্বত্রই আজকের নারীরা ঘর সংসার সামলেও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন।

*****২য় পাতায়

১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ শুরু হওয়া আজকের নারী দিবস অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। বিশ্বজুড়ে এখন প্রতিবছরই একটি থিমকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। ২০১৯ এর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল ভাবনা হলো 'থিঙ্ক ইকুয়েল, বিল্ড স্মার্ট, ইনোভেইট ফর চেঞ্জ'। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশের নারীরাও এগিয়ে যাবে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের দিকে। এগিয়ে যাবে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাও। এই এগিয়ে চলার আহ্বানে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৭-৮ মার্চ দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের জন্য নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। থাকবে প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন স্কীম প্রবর্তন এবং রাজ্য সরকার দ্বারা তা কার্যকর ও রূপায়ন এবং এর অগ্রগতির প্রোগ্রামভিত্তিক ক্যুইজ। এভাবেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এর থিমকে সারা রাজ্যে ফলপ্রসু করা হবে।

সবশেষে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তাদেরও যারা ৮ মার্চ নারী দিবস পালনের প্রথম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা হলেন নিউইয়র্কের সূতা কারখানায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকেরা, যারা ১৯৫৭ সালে লিঙ্গভেদে বেতন বৈষ্যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিবাদী হয়ে উঠেন কর্মস্থলের অনুপযোগি পরিবেশের বিরুদ্ধেও। দাবী জানান কাজের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের জন্যও। এই প্রতিবাদে সেদিন তাঁরা নিউইর্কে প্রধান সড়কে প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হন। অন্যদিকে কারখানার মালিক সহ পুলিশ বাহিনী এই মিছিলের নারীদের উপর অকথ্য দমনপীড়ন নীতি প্রয়োগ করে মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও মিছিল এগিয়ে চলে। সেদিনের প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মধ্য দিয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। আপনভাগ্য জয় করবার অঙ্গিকার ও আন্দোলন নারীর সেই দিন থেকেই শুরু হয়। এই লড়াই আজ অনেকাংশেই সফল বলা যায়।

*****